ইত্তেফাক

013

তারিখ ... ... ৮.২.৪৬ ...
পৃষ্ঠা ... ... ১ কলাম ১ ...

পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি ॥ বিনামূল্যের বই খোলাবাজারে

বরিশাল, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)—বরিশাল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এখনও দেড় লক্ষ পুস্তকের প্রয়োজন। সরকার এই বছর পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে বই সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জেলার প্রায় এক হাজার সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য যেখানে প্রয়োজন ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার পুস্তক, সেখানে এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার পুস্তক সরবরাহ করা হইয়াছে।

ফলে সকল শিক্ষার্থী পুস্তক পায় নাই। প্রাইমারী শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের এক স্মারকানুসারে ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে সকল পুস্তক বিদ্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু ২৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক বিদ্যালয়ে পৌঁছে নাই।

শিক্ষা বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা জানান, এই ব্যাপারে ঢাকার সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে। সর্বত্র বই বিতরণের পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে বলিয়া ঢাকা অফিস জানাইয়াছে। কর্মকর্তা জানান, বই-এর ঘাটতি পড়ায় তৃতীয় শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অসুবিধায়

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

পাঠ্যপুস্তক

(৩য় পৃঃ পর)

পড়িয়াছে। কারণ ঐ ক্লাসসমূহের বই এইখানে কম পৌঁছিয়াছে।

বাজারে বিনা মূল্যের বই

শহরের লাইব্রেরীগুলিতে বিনামূল্যের বই বিক্রি হইতেছে। স্থানীয় লাইব্রেরীর মালিকরা ঢাকা হইতে এই সকল বই ক্রয় করিতেছেন। একজন লাইব্রেরীয়ান জানান, টেক্সট বুক বোর্ড বিভিন্ন প্রকাশকের মাধ্যমে বই মুদ্রণ করিয়াছে। মুদ্রিত বইগুলির কোন ক্রমিক নম্বর নাই। এই সুযোগে বেশ কিছু বই বাজারে ছাড়া হইয়াছে। এইগুলি উচ্চ মূল্যে শিক্ষার্থীদের নিকট বিক্রি হইতেছে।

ভোলার সংবাদদাতা জানান, ভোলা জেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত পুস্তক দেওয়া হয় নাই। অথচ জেলার সর্বত্র বই-র দোকানগুলিতে "সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য" এই সীল দেওয়া বই ক্রয় করিতে পারা যায়।

জনৈক পুস্তক ব্যবসায়ী জানান, ঢাকার বইগুলি হরদম কেনাবেচা হইতেছে।